

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আনুগত্য

সংকলন ও সম্পাদনায়
আবু আব্দুল্লাহ

প্রকাশনায়ঃ
আল মাগাহী প্রকাশনী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

সূচীপত্র

১। আনুগত্যের পরিচয়।	০৩
২। যার আনুগত্য করতে হবে।	০৩
৩। “উলুল আমর” এর আনুগত্য করা ফরয।	০৪
৪। “উলুল আমর” এর আনুগত্যের মাপকাঠি।	০৬
৫। নিজের জীবন দিয়ে হলেও আমীরের নির্দেশ মানতে হবে।	১২
৬। আমীরের কোন সিদ্ধান্ত অপছন্দ হলেও আনুগত্য করতে হবে।	১৩
৭। আনুগত্য করার ফলাফল।	১৫
৮। আমীর বা শাসকের নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম।	১৬
৯। তিরন্দাজদের আত্মঘাতী ভুল।	১৮
১০। শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম সেনাদল।	১৯

আনুগত্যের পরিচয়

‘আনুগত্য’ অর্থ মেনে নেয়া, মান্য করা বা মেনে চলা। আদেশ ও নির্দেশ পালন করা, নেতা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় একে **إِطَاعَةٌ** (ইতা’আত) বলা হয়। যার অর্থ আনুগত্য করা, মেনে নেয়া। এর বিপরীত শব্দ **مَعْصِيَةٌ** (মা’ছিয়াত) যার অর্থ অমান্য করা। ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের কর্মীদের নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। সংগঠন বা আন্দোলনের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আনুগত্য হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। আনুগত্য বিহীন কোন আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তবে আনুগত্য হবে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির খাম-খেয়ালীমূলক কোন নির্দেশ মান্য করা যাবে না।

যার আনুগত্য করতে হবে

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রকৃত আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা’আলা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ‘উলুল আমর’ (শাসক) তাদের আনুগত্য কর।

(সূরা নিসা ৪:৫৯)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। এখানে আল্লাহ তা’আলা প্রথমে বললেন, আমার আনুগত্য কর অতঃপর রসূলের আনুগত্য কর। কোন ইবাদত তথা কোন নির্দেশ পালন করার পূর্বে আমাদেরকে দেখতে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা কি বলেছেন, যদি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে তা অবশ্যই মানতে হবে। আর তা মানতে হবে নির্দিধায়। এ নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। এরপর আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যও করতে হবে নির্দিধায়। কারণ এখানে আল্লাহ তা’আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উল্লেখ করার পূর্বে

اطِيعُوا “আতি’উ” শব্দ উল্লেখ করেছেন, এর মানে হচ্ছে আল্লাহ তা’আলা যেভাবে তার নিজের আনুগত্য করার কথা বলেছেন, সেভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করার কথাও বলেছেন। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে হবে নির্দিধায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, বস্তুতঃ সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল প্রকৃতপক্ষে সে আমারই নাফরমানী করল। (সহীহ বুখারী ৬৭২৬)

এরপর আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, এবং তোমরা ‘উলুল আমর’ এর আনুগত্য কর। আর ‘উলুল আমর’ এর আনুগত্য করাও ফরয। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো-

“উলুল আমর”-এর আনুগত্য করা ফরয।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ‘উলুল আমর’ (শাসক) তাদের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

(সূরা নিসা ৪:৫৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর আল্লাহ, তাঁর রসূল ও উলুল আমর এর আনুগত্য করা ফরয করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত ‘উলুল আমর’ বলা হয় তাদের- যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) সহ অনেক সাহাবীদের মত হলো ‘উলুল আমর’ হচ্ছেন শাসকবর্গ যারা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। মোটকথা ‘উলুল আমর’ এর মধ্যে রয়েছে, শাসকবৃন্দ, প্রধান সেনাপতি, অন্যান্য সেনা অফিসারসহ বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি।

এ কারণেই হয়তো আমাদের দেশের এক শ্রেণীর সরকারী আলেম, তাগুতের পা-চাটা গোলাম, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ইলম থেকে যারা অজ্ঞ, তাদের বলতে শুনা যায় “দেশের আইন মানা ফরয, শাসকবর্গের আনুগত্য করা কুরআনের নির্দেশ” ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন ইয়াজিদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত ঐতিহাসিক জালিমগণ যদি খলীফা হতে পারেন এবং তাদের আনুগত্য করতে হয় তাহলে আমাদের শাসকগণ কি তাদের চেয়ে খারাপ? তাদের চেয়ে বড় জালিম? এভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

অথচ তারা লক্ষ্য করে না যে, এখানে শুরুতে **أَطِيعُوا اللَّهَ** এর মধ্যে **أَطِيعُوا** শব্দ আছে। আবার **أَطِيعُوا الرَّسُولَ** এর শুরুতেও **أَطِيعُوا** শব্দ আছে; কিন্তু উলুল আমর এর পূর্বে কোন **أَطِيعُوا** শব্দ নেই। কারণ উলুল আমর এর আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের অধীনে থাকে। অর্থাৎ তাদের শাসন ব্যবস্থা যদি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হয়। এক কথায় ‘খিলাফত’ ভিত্তিক রাষ্ট্র হলে, তাহলেই কেবল ঐ রাষ্ট্রের শাসকদেরকে “উলুল আমর” বলা হবে এবং তাদের আনুগত্য করা ফরয হবে। অন্যথায় উলুল আমর নয় বরং তারা হবে “উলুল খামর” (মদের হিফায়তকারী)। তাদের এই নীতির আলোকেই ইয়াজিদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জালিম হলেও তারা “উলুল আমর” ছিল। আর আমাদের বর্তমান শাসকরা জালিম যদি না-ও হয় তারপরও যেহেতু তারা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেহেতু তারা “উলুল খামর” (মদের হিফায়তকারী)।

উলুল আমর এর সাথে যদি কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে, ঐ বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা মেনে নিতে হবে। এর বিশদ বর্ণনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

“উলুল আমর” এর আনুগত্যের মাপকাঠি

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيَّةً

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা (হুকুম) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর- যদিও তোমাদের উপরে কিশমিশের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবশী দাস শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। (সহীহ বুখারী ৬৭৩১)

উক্ত হাদীসে কিশমিশের ন্যায় মস্তক বলে ছোট মাথা এবং অপছন্দনীয় আকৃতি বিশিষ্ট বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শাসন কর্তার আকার আকৃতি অপছন্দ হলেও তার আদেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা ফরয যতক্ষণ না তা গুনাহের কাজ হয়।

অন্য আরেকটি হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوَاهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا
فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ তার শাসককে অপছন্দনীয় কিছু করতে দেখে তবে তার জন্য ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা যে কেউ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যু বরণ করল।

(সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায়, ৬৭৩২)

অর্থাৎ শাসনকর্তার কোন কাজ অপছন্দনীয় হলেও ধৈর্যের সাথে আনুগত্য করে যেতে হবে। আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে জামা'আত বদ্ধ জীবন। যে ব্যক্তি

জামা'আত থেকে এক বিঘত অর্থাৎ সামান্যতম দূরে সরে যাবে, সে যেন জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যু বরণ করল অর্থাৎ অমুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ إِنَّ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) কে সে বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, আজ তোমরা তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করছো, অবশ্য ইতিপূর্বে একদিন তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আর আল্লাহর কসম। সে নেতার উপযুক্ত ছিল এবং লোকদের মধ্যে সে আমার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয় ছিল। তার পরে লোকদের মধ্যে সে (উসামা) আমার নিকট বেশী প্রিয়। (সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায়, ১০৬৬ পৃঃ)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সেনাধ্যক্ষকে অযোগ্য মনে হলেও তার কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গুনাহের নির্দেশ না দেন।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأًا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُ أَسِيرُهُ فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ

সালেম (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সৈন্য বাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে জাযিমাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ

আনুগত্য সম্পর্কিত আলোচনা ৮

(রাঃ) তার বাহিনী নিয়ে জাযিমাহ গোত্রের নিকট উপস্থিত হল, তখন তারা পরিস্কার করে বলতে পারলো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। বরং তারা বলল, ‘সাবানা’ ‘সাবানা’ অর্থাৎ আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করেছি। সুতরাং খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের প্রত্যেককেই বন্দী প্রদান করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দিকে হত্যা করব না এবং আমার সংগীগণের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অতঃপর এ ঘটনা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যা করেছে তা হতে আমি নিজেকে তোমার নিকট নির্দোষ ঘোষণা করছি। এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’বার বললেন।

(সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায় ১০৬৬)

জাযিমাহ গোত্রের লোকেরা পরিস্কার ভাবে ‘আসলামনা’ অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি বলতে পারল না বরং বললো ‘সাবানা’ অর্থাৎ আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করেছি। এতে করে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে লাগলেন। কিন্তু তার সহযোদ্ধাগণ সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ অমান্য করে তাদের বন্দীদের হত্যা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারা চিন্তা করলেন মুসলিমদেরকে কিভাবে হত্যা করা যাবে। এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, আনুগত্য শুধু সৎকাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কোন গুণাহের কাজে নয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য। সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে কোন গুণাহের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তাকে গুণাহের নির্দেশ দেয়া হয় তখন তা শ্রবণ করা যাবে না এবং কোন প্রকার আনুগত্য করা যাবে না।

(সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায় ৬৭৩৩)

অর্থাৎ মুসলিম শাসক, সেনা অধিনায়ক এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নির্দেশ পছন্দ হোক বা না হোক শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা আবশ্যিক। কিন্তু যদি মুসলিম শাসক, সেনা অধিনায়ক ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ কোন গুনাহের বা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন হুকুম করে, তবে তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা হারাম।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا فَلَمَّا هُمُ بِالْدُخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا
إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও একটি ক্ষুদ্রবাহিনী প্রেরণ করলেন। আর জনৈক আনসারীকে তার সেনা অধিনায়ক নিয়োগ করে তার আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আমার আনুগত্য করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেননি? উত্তরে তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, তাহলে তোমরা কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন জালিয়ে তাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দিচ্ছি। অতঃপর তারা কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন জ্বালালো। তারপর তারা আগুনে ঝাপ দেয়ার প্রস্তুতি লগ্নে একে অপরের মুখপানে তাকাল। ইত্যবসরে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, যে আগুন থেকে বাচার জন্য আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য স্বীকার করেছি অবশেষে সে আগুনে প্রবেশ করব? তাদের পরস্পরে এমনি বাক্যালাপ চলছিল। ইত্যবসরে আগুন নিবে যায়। অপরদিকে তার ক্রোধও পশমিত হলো। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করা হলো। তিনি বলেন, যদি তাতে তারা প্রবেশ করত তবে কখনো তারা সে আগুন

থেকে বের হতে পারত না। যেনে রাখ! আনুগত্য কেবল সৎকাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায় ৬৭৩৪)

অপর একটি হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর এমন সব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা ‘মারুফ’ (বৈধ) ও অনেক কথাকে ‘মুনকার’ (অবৈধ) পাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করবে, সে দায়মুক্ত। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে, সেও বেচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্মতি হবে এবং তার অনুসরণ করবে সে পাকড়াও হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব না?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন, না, যতদিন তারা সলাত পড়তে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না)। (সহীহ মুসলিম ১৮৫৪)

অর্থাৎ সলাত পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সঙ্গত হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «... وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبَغِضُونَهُمْ وَيُبَغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

আউফ বিন মালেক আল আশজায়ী বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি;তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি

লানত বর্ষণ করতে থাকে এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য মাথা তুলে দাড়াব না? জবাব দেন; না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে সলাত কায়েম করতে থাকবে। না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে সলাত কায়েম করতে থাকবে।

(সহীহ মুসলিম ১৮৮৫)

এই হাদীসটি উপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে সলাত পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, সলাত কায়েম করা মানে মুসলিমদের সমাজ জীবনে সলাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে সলাত আদায় করাটাই যথেষ্ট হবে না বরং এর সঙ্গে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে ইকামতে সলাত তথা সলাত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে এটি তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি এতটুকু ও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এই মর্মে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বাইয়াত করলাম, আমাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে। (সহীহ মুসলিম ৪৮৮৪)

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, শাসক যদি প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে সসস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

নিজের জীবন দিয়ে হলেও আশীরের নির্দেশ মান্য করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعَفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুতার যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেসাকে তিন হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হলে জাফর বিন আবু তালেব সেনা দলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। পরপর তিনজনই শহীদ হলে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়। এবং তার হাতেই বিজয় সাধিত হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত ভাষনে, সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তা সত্যেও প্রধান সেনাপতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালনের লক্ষ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মোতাবেক ৬২৪ সালে জানুয়ারী মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এর নেতৃত্বে ১২ জন মুহাজিরের একটি দল প্রেরণ করেন। সেনাপতির হাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চিঠি দেন এবং বলেন যে, দুই দিন সফর শেষে যেন তা পাঠ করা হয়। দুই দিন সফর শেষে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) চিঠিটি খুলে পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিল যে, আমার এই চিঠি পাঠ করার পর তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলা এ অবতরণ করবে এবং সেখানে কুরাইশদের একটি কাফেলার জন্য ওৎপেতে থাকবে। পাশাপাশি খবরা-খবর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) সাহাবীদের চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে বলেন যে, কারো উপর জোর জবরদস্তি করছি না শাহাদাত যাদের প্রিয়, তারা থেকে যেতে পার। আমি যদি একা থেকে যাই তবুও সামনে অগ্রসর হব।

(আর রাহীকুল মাখতুম, ২০৭ পৃষ্ঠা)

নাখলা তায়েফ ও মক্কার মধ্যে, মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত। মদীনা হতে এতদূর, শত্রুকেন্দ্রের এত নিকটবর্তী নাখলা প্রান্তরে গমন করা এটা সহজ পরীক্ষার কথা নয়। তা সত্যেও সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) জীবন বাজি রেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালনের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।

আমীরের কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ অপছন্দ হলেও আনুগত্য করতে হবে!

হৃদয়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহঃ

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলিমগণ মক্কায় আসবেন এবং তিনদিন অবস্থান করবেন। তাদের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র থাকবে। তলোয়ার থাকবে কোষবদ্ধ। তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করবে না।
২. উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এই সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো উপরে হাত তুলবে না।
৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতাদর্শে যারা ইচ্ছা করে, তারা প্রবেশ করতে পারবে। কুরাইশদের মতাদর্শে যারা থাকতে চায়, তারা থাকতে পারবে। যে গোত্র অন্য গোত্রে প্রবেশ করবে, সে সেই গোত্রের একাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই এমন কোন গোত্রের উপর বাড়াবাড়ি করা হলে সেই প্রতিষ্ঠ গোত্রের লোকদের উপরও বাড়াবাড়ি করা হয়েছে মনে করতে হবে।
৪. কুরাইশদের কোন লোক যদি নেতাদের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পালিয়ে মুহাম্মদের কাছে যায় তাকে ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু মুহাম্মদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি আশ্রয় লাভের জন্য কুরাইশদের কাছে যায় তবে, কুরাইশরা তাকে ফেরত দিবে না। (আর রাহীকুল মাখতুম, হৃদয়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়, ২০৭ পৃঃ)

সন্ধির শর্তগুলী স্থির হয়ে গেছে, সন্ধিপত্র লিখিত হওয়ার আয়োজন হচ্ছে। এক মহামতি আবু বকর (রাঃ) ব্যতিত অন্য সকল মুসলিমগণই এই “হেয়তা জনক” শর্তগুলির জন্য যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মজলিসের চারদিক থেকে অসন্তোষের কলরব উঠতেছে, উমর উত্তেজিত স্বরে প্রতিবাদ করতেছেন, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে বুঝিয়ে শান্ত করতেছেন।

(মোস্তফা চরিত হৃদয়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়, ৭১৫ পৃঃ)

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হলো। এ শর্তাবলীর মধ্যে দু'টি বিষয় এমন ছিল যে, তার কারণে মুসলিমরা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে যাবেন এবং তাওয়াফ করবেন। কিন্তু তাওয়াফ না করেই তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি আল্লাহর রসূল এবং সত্যের উপর ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন প্রভাবিত হয়ে এবং নতিস্বীকার করে সন্ধি করলেন? এ দু'টি বিষয়ে নানা সংশয় এবং প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিলো এবং মুসলিমদের অনুভূতিতে এতো বেশী আঘাত লেগেছিল যে, তারা দুঃখ- দুশ্চিন্তায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ওমর ইবনে খাত্তাবই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন।

তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি হক এবং ওরা কি বাতিলের উপরে নেই? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- কেন নয়? তিনি বললেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতের ও ওদের নিহতরা কি জাহান্নামের অধিবাসী নয়? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- কেন নয়? তিনি বললেন, তবে আমরা কেন দ্বীনের ব্যাপারে প্রভাবিত হলাম, এরূপ শর্ত গ্রহণ করলাম এবং এমন অবস্থায় পতিত হলাম? অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনো আমাদের এবং ওদের মধ্যে ফয়সালা করেননি। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- খাত্তাবের পুত্র ওমর, আমি আল্লাহর রসূল। কাজেই আমি আল্লাহর নাফরমানী করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করবেন এবং কিছুতেই আমাকে ধ্বংস করবেন না। তিনি বললেন, আপনি কি আমাদের বলেননি যে, বায়তুল্লাহ শরীফে যাবেন এবং তাওয়াফ করবেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- কেন নয়? কিন্তু আমি কি বলেছিলাম যে, আমরা এবারই সফল হবো? তিনি বলেন জ্বী না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শুনো তবে, অবশ্যই বায়তুল্লাহর কাছে তোমরা যাবে এবং তাওয়াফ করবে।

কিন্তু ওমর (রাঃ) অসন্তুষ্ট মনে আবু বকর (রাঃ) এর কাছে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব কথা বলেছিলেন, তা তাকে বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর (রাঃ) কে যেরূপ জবাব দিয়েছিলেন, আবু বকর (রাঃ) ও সেরূপ জবাব দিলেন। পরে আবু বকর (রাঃ) আরো বললেন, আল্লাহর রসূলের প্রতি আনুগত্যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিচল থাকো। পরে আল্লাহ

রব্বুল আলামীন সূরা ফাত্হ-এ যে সব আয়াত নাযিল করলেন, যার শুরুতে রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। এই সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর (রাঃ) কে ডেকে এনে আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনালেন।

ওমর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল, এটা কি বিজয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হ্যাঁ বিজয়। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) এর মন শান্ত হলো এবং তিনি ফিরে এলেন। পরবর্তীকালে ওমর (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হলেন। তিনি বলেন, সেদিন যে ভুল করেছিলাম যে কথা বলেছিলাম, সে জন্য ভয়ে আমি অনেক নেক আমল করেছি, নিয়মিত সদকা-খয়রাত করেছি, সওম রেখেছি, সলাত আদায় করেছি, কৃতদাস মুক্ত করেছি। এরপর এখন আমি কল্যাণের ব্যাপারে আশাবাদী।

(ফতহুল বারী ৭ম খন্ড, ৩৩৯-৪৩৯ পৃঃ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনে হিশাম ২য় খন্ড, ৩০৮-৩২২ পৃঃ, যাদুল মা'য়াদ ২য় খন্ড, ১২২-১২৭ পৃঃ, ও - মুখতাদারুস সীরাত, শেখ আব্দুল্লাহ ২০৭-৩০৫ পৃঃ, তারিখে ওমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে জাওযী প্রণীত ৩৯-৪০ পৃঃ, আর রাহীকুল মাখতুম, ৩৫৫-৩৫৬ পৃঃ)

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর ব্যাপারে আবু বকর (রাঃ) ব্যতিত অন্য সকল সাহাবী ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন, অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন তা সত্ত্বেও প্রধান সেনাপতি অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং সেনাপতির কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ অপছন্দ হলেও আনুগত্য করতে হবে। এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আনুগত্য করার ফলাফল

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এ হলো বিরাট সাফল্য।

(সূরা নিসা ৪ঃ১৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ যাদের প্রতি নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন- নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।

(সূরা নিসা ৪ঃ৬৯)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي
دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى -

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে যেন আমাকে অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারী)

শাসক, আধীরা ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নির্দেশ অমান্য করার পরিণামঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ
تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থঃ (হে রসূল!) বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরাই দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে সৎপথ পাবে, রসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (সূরা আন নূর ২৪ঃ৫৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। (এবং তা না করে) তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ৩৩)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ
وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল এবং জামাআত ত্যাগ করল অতঃপর সে অবস্থায় মারা গেল সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

(সহীহ মুসলিম)

- আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করার জন্য ঐ ব্যক্তি কবীরা গুনাহগার হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসক, সেনাপতি ও দায়িত্বশীলদের নির্দেশ মান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা আমরা উপরের আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি।
- ঐ ব্যক্তি অমুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। যদি সে ইচ্ছা করে আনুগত্য ছেড়ে দেয়।
- ঐ ব্যক্তি জামা'আতের শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীরূপে পরিগণিত হবে।
- যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করলে নেমে আসবে সামরিক বিপর্যয় ও পরাজয়, যা মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দেবে। যেমন ওহুদ যুদ্ধে হয়েছিল- নিম্নে এর বিশদ বিবরণ দেয়া হলোঃ-

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে প্রান্তরের সীমায় অবস্থিত ওহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছে সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন। সামনে ছিল মদীনা আর পিছনে ওহুদের উচু পাহাড়। শত্রুবাহিনী তখন মুসলমান এবং মদীনার মাঝামাঝি অবস্থান করছিল।

এখানে পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের বিন্যস্ত ও সংঘঠিত করলেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সৈন্যদের কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করলেন। তিরন্দাজদের একটি বাহিনী গঠন করলেন। এদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের ইবনে নুমান আনসারী (রাঃ) কে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হলো।

কানাত উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি গিরিপথে তাদের নিযুক্ত করা হলো। এই গিরিপথ বর্তমানে জাবালে রুমাত নামে পরিচিত। এই গিরিপথ মুসলিম বাহিনীর অবস্থান থেকে দেড়শত মিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তীরন্দাজদের নেতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা ঘোড় সওয়ার শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে। লক্ষ্য রাখবে তারা যেন পিছনের দিক থেকে আমাদের উপর হামলা করতে না পারে। আমরা জয় লাভ করি অথবা পরাজিত হই, উভয় অবস্থায়ই তোমরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে। তোমরা যেখানে অবস্থান নিয়েছো সেদিক থেকে যেন আমাদের উপর কোন হামলা আসতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। (ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ৬৫৬৬ পৃষ্ঠা)

এরপর সকল তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের পেছনের দিক তোমরা হেফাযত করবে। যদি দেখ যে আমরা মারা পড়েছি, তবুও আমাদের সাহায্যে তোমরা অংশ নিয়ো না। যদি দেখ যে আমরা গণিমতের মাল আহরণ করছি, তবুও আমাদের সাথে তোমরা অংশ নিয়ো না। (আহমদ, তিবরানী)

হাকেম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড ৩৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা দেখ যে, আমাদেরকে চড়ুই পাখি ঠোকরাচ্ছে তবুও নিজের জায়গা ছাড়বে না- যদি আমি ডেকে না পাঠাই। যদি তোমরা দেখ যে আমরা শত্রুদের পরাজিত করেছি এবং এক সময়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি, তবুও নিজেদের জায়গা ছাড়বে না- যদি আমি ডেকে না পাঠাই। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

এমনি কঠোর সামরিক নির্দেশসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ সৈন্যদেরকে নিযুক্ত করে গিরিপথ বন্ধ করেদিয়েছিলেন। কারণ সেই পথের বিপরীত দিক থেকে এসে শত্রুরা মুসলমানদের ওপর সহজেই হামলা করতে সক্ষম হতো।

তীরন্দাজদের আত্মঘাতী ভুলঃ-

স্বল্পসংখ্যক মুসলিমগণ মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যখন ইতিহাসের পাতায় এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিজয় চিহ্নিত করছিলেন, ঠিক তখনই তীরন্দাজদের অধিকাংশ ব্যক্তি

এক ভয়াবহ ভুল করে ফেললেন। অথচ মুসলমানদের সাফল্য এই যুদ্ধে বদরের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। কিন্তু তীরন্দাজদের এক ভয়াবহ ভুলে যুদ্ধের চিত্রও পরিবর্তিত হয়ে গেল। মুসলমানরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদত বরণ থেকে অল্পের জন্য বেচে গেলেন (আল্লাহ তা'আলা বাচালেন)। এই ভুলের কারণে বদরের যুদ্ধে অর্জিত মুসলিমদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়ে পড়েছিল।

ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয় ও পরাজয় উভয় অবস্থাতেই তীরন্দাজদের স্ব স্থানে অটল ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অন্য মুসলমানদের গণীমতের মালামাল সংগ্রহ করতে দেখে তীরন্দাজরাও গণীমতের জন্য ছুটে গেলেন। একে অন্যকে বললেন, গণীমত-গণীমত। তোমাদের সঙ্গীরা জয়ী হয়েছে, এখন আর কিসের প্রতীক্ষণ।

তীরন্দাজদের মধ্যে থেকে এ ধরনের আওয়াজ উঠার পর তাদের কমান্ডার আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রাঃ) তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কি ভুলে গেছ যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কি আদেশ দিয়েছেন? কিন্তু অধিকাংশ তীরন্দাজ আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রাঃ) এর কথা প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া করলেন না। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরাও ওদের কাছে যাবো এবং কিছু গণীমতের মাল অবশ্যই সংগ্রহ করব।

এর পর চল্লিশজন তীরন্দাজ নিজেদের দায়িত্ব উপেক্ষা করে গণীমতের মাল সংগ্রহ শুরু করলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রাঃ) এবং তার নয়জন সঙ্গী পাহারায় নিযুক্ত রইলেন। তারা দৃঢ় সংকল্পের সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারা বলছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বলেন, তবেই এখান থেকে যাবো অথবা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবো।

শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম সেনাদলঃ-

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) এই গিরিপথে এসে তিনবার ব্যর্থ হয়ে ফিরেগিয়েছিল। এবার এ সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করলো না। অল্পক্ষণের মধ্যে খালিদ আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রাঃ) এবং তার সঙ্গীদের নিহত করে মুসলমানদের ওপর পিছনের দিক থেকে হামলা করলো। খালিদ ইবনে

আনুগত্য সম্পর্কিত আলোচনা ২০

ওয়ালিদের সঙ্গীরা উচ্চস্বরে শ্লোগান দিলো। এতে পরাজিত কাফিররা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলো এবং মুসলমানদের ওপর পুনরুদ্যোগে হামলা চালালো।

এদিকে বনু হারেস গোত্রের আসরাহ বিনতে আলপামা নামের এক মহিলা কাফিরদের ধুলি ধুসরিত পতাকা উচ্ছে তুলে ধরলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাফিররা তার চার দিকে জড়ো হতে শুরু করলো। একে অন্যকে ডেকে সজাগ করলো। পরে অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই শুরু করল। মুসলমানরা তখন সামনে পিছনে উভয় দিক থেকেই ঘেরাও এর মধ্যে পড়ে গেল। মনে হয় যেন, যাতাকলের মাঝখানে তাদের অবস্থান।

(আর রাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ খাদিজা আখতার রেজায়ী, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬৭)

অতএব, হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য কর। এবং তা না করে তোমাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট করো না।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ